তবলায় জাকির হোসেন

আনিসুর রহমান

শিল্পীকে ছাড়িয়ে যখন তবলচী বড় হয়ে ওঠে তখন অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। সিডনী অপেরা হাউসে জাকির হোসেনের তবলা শুনতে গিয়েছিলাম গত রবিবার। তবলার কাজ গানের সাথে সঙ্গত করা। শিল্পীরা বিখ্যাত হয়ে যান কিন্তু তবলচীর কথা কে মনে রাখে। উপমহাদেশের পঞ্চাশ জন গানের শিল্পীর নাম বলে দেয়া সম্ভব কিন্তু পঞ্চাশ জন তবলচীর নাম বলা আমার জন্য একেবারেই অসম্ভব। আল্লারাখা আর জাকির হোসেন ছাড়া আমি শুধু আর তিনজন তবলচীকে চিনি, সুইটি ভাই, জিয়া এবং আমার ছোটবেলার বন্ধু খন্দকার জাহিদ হাসান।

সাতটায় অনুষ্ঠান। নির্ধারিত সিটে বসতেই ঘোষনা শোনা গেল ফ্লাস ব্যবহার করে ছবিতোলা নিষেধ। মন খারাপ করে বসে রইলাম। অনুষ্ঠান শুরু হলো। মাথায় লাল নীল পাগড়ী পরে খরতালে কট্ কট্ শব্দ তুলে মঞ্চে এলেন জনাব খেটে খান। এর পর দিলশাদ খানের সারেঙ্গীর আলাপ - মাঝে ওস্তাদ আল্লারাখা'র সুযোগ্য সন্তান জাকির হোসেন এর নিঃশব্দে, অন্ধকার মঞ্চে প্রবেশ। অতঃপর তবলায় ঝড়! সঙ্গত করেছে কখনো সেতার, কখনো সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, দয়রা এবং খরতাল! এ ছবিতে নায়কের ভুমিকায় ছিল তবলা; সেতার-সারেঙ্গীর মত নামি দামী শিল্পীরাও এখানে এক্সট্রা। পৃথিবীতে ঢোল শ্রেনীর যত বাদ্যযন্ত্র আছে তার এক প্রান্তে হলো ব্যান্ডপার্টির বিগ ড্রাম। হাইস্কুলে পড়ার সময় বাজিয়েছি। ওটাতে বারি দিলে শুধু একটাই শব্দ হয় - ধুম, ধুম, ধুম; আর অন্য প্রান্তে আছে তবলা। ওস্তাদ জাকির হোসেনের আঙ্গুলের ছোয়া পেলে সে তবলা কথা বলে। সিডনী অপেরা হাউসের বিশাল কনসার্ট হলের আলোাাধারিতে বসে আমরা আড়াই হাজার মানুষ কান পেতে সেই কথা শুনলাম। মুগ্ধ হলাম।

অনুষ্ঠান তখন প্রায় শেষ। হঠাৎ মনে হলো ফ্লাস ছাড়াই একটা ছবি তুললে কেমন হয়। চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। ফলের মালিক আল্লা। কিন্তু ক্যামেরা অন করতেই বুঝলাম তিরস্কারের মালিক সিকিউরিটি গার্ড। ফ্লাস ছাড়া ছবি তুলছি তাতেও তার আপত্তি। আপরাধ করে ধমক খেলেও খারাপ লাগে তবে সেটা হজম করা যায় কিন্তু বিনা দোষে ও জিনিষ কার ভালো লাগে!

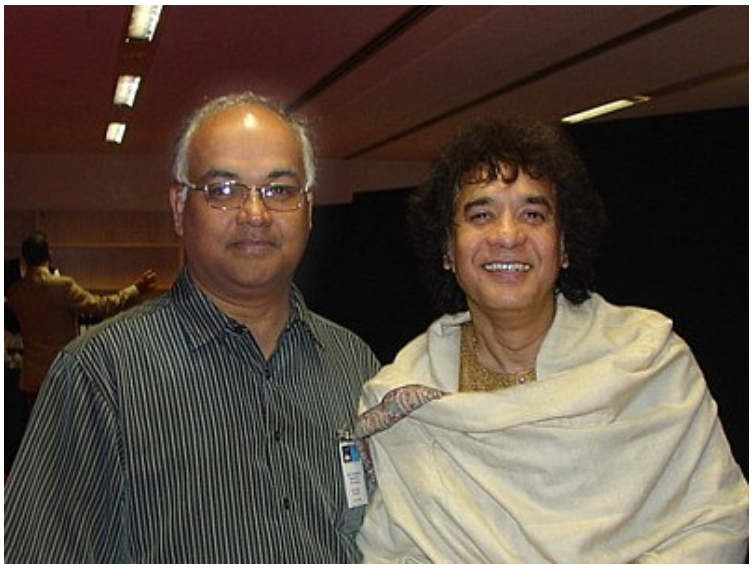

অনুষ্ঠানের পরে অপেরা হাউসের সৌজন্যে মিলেছিলো জাকির হোসেনের সাথে আড্ডা দেবার সুযোগ। অত্যন্ত রসিক এবং অমায়িক জাকির হোসেনের পাশে দাড়িঁয়ে ছবিও তুলে ফেলেছি একটা। সে ছবি বাংলা-সিডনীর পাঠক পাঠিকাদের দেখানোর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।